১৫-০৯-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- কালের কাল মহাকাল এসেছেন তোমাদের সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, তাই স্মরণের দ্বারা বিকর্মের বোঝা শেষ করো, নিজের দেহের প্রতি মোহ ত্যাগ করো"

প্রশ্নঃ- ভক্তের কোন্ প্রার্থনা ভগবান শুনে নিলে ভক্ত খুশীর বদলে দুঃখ অনুভব করে ?

উত্তর :- ভক্তের উপরে যখন দুঃখ আসে তখন বলে - হে ভগবান, আমায় এই দুঃখের দুনিয়া থেকে নিয়ে চলো, এই পতিত দুনিয়ায় আমার দরকার নেই কিন্তু যখন বাবা সেই প্রার্থনা শুনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসেন তখন ভক্তরা চোখের জল ফেলে। ডাক্তারকে বলে এমন ওষুধ দিন যাতে সুস্থ হয়ে যাই ।

গীত :- দুরদেশের বাসিন্দা এসেছে রে, মনের কাছে চায় রে জানতে নিজেকে গুপ্ত রেখে ...

ওম্ শান্তি। দূরদেশে বাবাও থাকেন আর তোমরা বাচ্চারাও থাকো। এখন বাবা এখানে কেন এসেছেন ? বাবাকে কেন স্মরণ করা হয় - হে ভগবান এসো, এসে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে চলো ? এ কথা আত্মা বলে নিজের ঘরে - মুক্তি ধামে নিয়ে চলো। এর অর্থ হল আত্মারা কালের কাল মহাকালের আহ্বান করছে। ভক্তি-মার্গে আহ্বান করে, কিন্তু বোঝে না, আমরা কার আহ্বান করি। আমাদের এই পতিত দুনিয়ার সম্বন্ধ গুলি থেকে মুক্ত করে সঙ্গে নিয়ে চলো, আমাদের এখানে থাকার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তারপরে কোনও আত্মা যখন শরীর ত্যাগ করে তখন কত দুঃখী হয়, কান্নাকাটি করে। একদিকে আহবান করে - বাবা, এসে আমাদের এখান থেকে নিয়ে চলো, এই শরীর থেকে মুক্ত করো । কিন্তু যখন মুক্ত করা হয় তখন কান্না-কাটি করে। ভক্তিমার্গে আহবান করে কিন্তু কিছু বোঝেনা। সাবিত্রী সত্যবানের কাহিনী আছে। সে তো একজনের আত্মাকে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সাবিত্রী নিয়ে যেতে দিচ্ছিল না । মানুষ যখন শরীর ত্যাগ করে তখন শরীরের প্রতি মোহ থাকে বলে আত্মা শরীর ত্যাগ করতে চায়না। ডাক্তারকে বলে এমন ওষুধ দিতে যাতে সুস্থ হয়ে যায় । আমরা শরীর ত্যাগ করতে চাইনা। আবার তার সাথে এমনও বলে - ভগবান এসো, এসে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলো। ওয়ান্ডারফুল বিষয়.! তাই না ! এখন তোমরা খুশী মনে ফিরে যাও। মানুষদের তো দুনিয়ায় মিত্র আত্মীয়স্বজন দের প্রতি মোহ থাকে। বাবা এখন জিজ্ঞেস করেন - তোমাদের কি মিত্র আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে মুক্ত করব ? মুক্ত তো করব তোমরা আত্মীয় স্বজনদের স্মরণ থেকে প্রথমে মুক্ত হও। শেষ সময়ে যদি সন্তান ইত্যাদিদের স্মরণ করবে তো আবার এমন জন্ম-ই হবে। বাবা বলেন আত্মারা আমি তোমাদের এই শরীর থেকে আলাদা করে ফিরিয়ে নিয়ে যাব তখন তোমরা মিত্র আত্মীয় স্বজনকে স্মরণ করবেনা তো ? শেষ সময়ে এক বাবার স্মরণেই থাকতে হবে। পুনর্জন্ম নিয়ে তো আবার এখানে আসতে হবেনা তাই দেহ সহ সবাইকে ভুলে যাও। আমি তোমাদের পিতা, একমাত্র আমাকে স্মরণ করো। যতক্ষণ তোমরা পবিত্র হবেনা ততক্ষণ তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। এখন আত্মারা, আমি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি কিন্তু তোমাদের উপরে বিকর্মের অনেক বোঝা আছে। এই কথাটি আত্মাদের বলছেন। বাবা এসেছেন পরম ধাম থেকে, অন্যের দেশে। আপন দেশ স্বর্গ যা উনি স্থাপন করেন, সেখানে তো ওঁনার আসার নেই। এখানে তোমরা দুঃখে আহ্বান করো, আমাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে এসে সকল আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সে খুশী মনে চলো বা রাগে অভিমানে। ফিরে যেতে তো হবেই। অনন্তের

(বেহদের) পিতা কালের কাল মহাকাল আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যান। অর্থাৎ সব মানুষের বিনাশ করতে আসেন। যেমন স্বামী- স্ত্রী, স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী কত কান্নাকাটি করে। তখন বলে আমাকে নিয়ে চলো, আমার আর কিছু চাইনা। কিন্তু তোমরা পতিত , তোমাদের নিয়ে যাওয়া যাবেনা তাই পবিত্র করতে এসেছি। পবিত্র তখন হবে যখন নিজেকে অশরীরী ভাববে। দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ভুলে যাবে। আমি পিতা, একমাত্র আমায় স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। যুক্তি তো খুব ভালোই প্রদান করি - কল্পে-কল্পে। তোমরা জানো এই সব শরীর নষ্ট হয়ে যাবে। হোলিকা দহনে সুতোতে হোলিকার উপরে বরদান ছিল যে তার ওড়নাতে আগুন লাগবে না (কিন্তু তার ওড়না উড়ে যায়)। তেমনই আত্মায় আগুন লাগেনা। যদিও এই দুনিয়াটিতে আগুন লাগবে। সব শরীর জ্বলে পুড়ে নষ্ট হয়ে যাবে এবং আত্মা শুদ্ধ হয়ে যাবে।

আত্মাদের শুদ্ধ হতে হলে নিরন্তর দেহী-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। দেহ থাকা সত্বেও নিজেকে আত্মা ভেবে বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হতে হবে। যেমন সন্ন্যাসীরা ব্রহ্ম বা তত্বের সঙ্গে যোগ যুক্ত হয়, তারা বলে আমরা তত্বে বিলীন হয়ে যাব। তত্বের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ লেগে যায়। এমন তো নয় শরীর ত্যাগ করে। তারা ভাবে তত্বের সঙ্গে বা ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ যুক্ত হলে ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাব, তাই আমরা তাদের ব্রহ্ম জ্ঞানী, তত্ব জ্ঞানী বলি। তত্বের জ্ঞান আছে। তোমাদের জ্ঞান আছে আমরা আত্মারা তত্বে বাস করি। তারা ভাবে আমরা সেই তত্বে বিলীন হয়ে যাব। যদি বলা হয় আমরা সেখানে বাস করব, তাও কথাটা ঠিক হয়। আত্মা তো বিলীন হয়না। জল বিন্দু বা বুদবুদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, কিন্তু সেটা তো ভুল। জ্যোতিতে বিলীন হওয়ার কোনো কথা নেই। অবিনাশী আত্মায় সম্পূর্ণ পার্ট ভরা আছে যা কখনও বিনাশ হতে পারেনা। সন্ন্যাসী বিকারের সন্ন্যাস করে, যদিও ফিরে কেউ যায়না, এখানেই পুনর্জন্ম হয়। বৃদ্ধি হতেই থাকে। সবাইকে সতো, রজো, তমো থেকে পার করতে হবে। ড্রামায় এইসব ফিক্সড আছে। এখন তো দেখো কত রকমের অসুখ আছে যা প্রথমে ছিলনা। ড্রামায় এইসব কিছু ফিক্সড আছে। তোমরা, বাচ্চারা জানো - বাবা এসেছেন সব আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। বাচ্চারা বলে - বাবা আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে চলো। মুক্তি-জীবনমুক্তি তো সবাইকে পেতে হবে। কিন্তু সবাই সত্যযুগে আসতে পারবেনা। যে যেইসময়ে আসে, সেই সময়ে সেই ধর্মে পুনরায় আসতে হবে। তোমরা জানো অমুক ধর্ম, অমুক সময়ে আসে। বাবাও কল্প পূর্বের ন্যায় এসেছেন, এত আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। এই ধরিত্রী উর্বর করতে কত সার চাই। নতুন দুনিয়ারও সার চাই, তাইনা ! অতএব সব মানুষ, পশু ইত্যাদি শেষ হয়ে সার হয়ে যাবে, সেসব সত্যযুগে ভালো ফল দেয়, যা তোমরা বাচ্চারা সাক্ষাৎকারও করেছ।

তোমরা, বাচ্চারা জানো - বাবা হলেন কালের কাল মহাকাল। সবাই বলে - বাবা, আমরা খুশী মনে তোমার সঙ্গে ফিরে যাই, আমাদের নিয়ে চলো। আমাদের এখানে অনেক দুঃখ। এইটি হল দুঃখ দায়ী দুনিয়া। দুঃখ ধামে একে অপরকে দুঃখ দিতেই থাকে। অপার দুঃখ, এখন তোমাদের সুখের জগতে নিয়ে যেতে এসেছি। এখন একমাত্র তাঁকেই স্মরণ করলে বর্সা প্রাপ্ত করবে। তা নাহলে রাজত্বের বর্সা সম্পূর্ণ পাবেনা, আর প্রজা পদ পাবে। বাবা এসে রাজত্বের সুখ দেন, অন্য কোনো ধর্ম স্থাপক রাজধানী স্থাপন করেননা। ইনি তো রাজধানী স্থাপন করেছেন গুপ্ত বেশে। কেউ জানেনা যে সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজধানী কিভাবে স্থাপন হয়েছিল ? শরীরধারী দেবতারা কোথা থেকে এসেছিলেন ? যদিও কলিযুগে অসুর ছিল। অসুর ও দেবতাদের যুদ্ধ কখনও হয়নি। কোনো লড়াইয়ের কথা নেই, কোনো বিকারের কাটারী চলে নি। তাহলে যুদ্ধ কেন দেখানো হয়েছে ? বিভ্রান্ত হয়েছে।

সৃষ্টি তো সে-ই আছে শুধুমাত্র সময় বদলেছে। এই হল অনন্তের (বেহদের, আধ্যাত্মিক) দিন, অনন্তের রাত। সত্যযুগ-ত্রেতাকে দিন বলা হয়, সেখানে তো লড়াইয়ের ব্যাপার নেই। কিন্তু সেই রাজধানী তাঁরা কিভাবে পেয়েছে ? কলিযুগে তো রাজধানী হয়না। বাচ্চারা বলে - বাবা, ওয়ান্ডারফুল আপনার স্থাপনার কর্তব্য ! এত বাচ্চাদের সুখী করেন । যদিও নিজের নিজের পুরুষার্থ অনুযায়ী উঁচু পদের অধিকারী হতে পারে। তোমরা জানো পাঁচ হাজার বছর পরে পরমপিতা পরমাত্মা আসেন। যতই কেউ প্রভু, কেউ গড বলুক, তিনি তো হলেন পিতা তাই না ! পিতা সম্বোধন কত সুন্দর ! ঈশ্বর হলেন আমাদের পিতা। শুধুমাত্র প্রভু বলে ডাকলে অত আনন্দ হবেনা। গড বললে সর্বব্যাপী ভেবে নেয়। ফাদার বললে সর্বব্যাপী ভাবতে পারবে না। এখন তোমরা আত্মারা শুনছ। বুঝতে পারছ আমাদের বাবা এসেছেন, আমাদের যোগের দ্বারা পবিত্র করছেন। সুতরাং পিতা, শিক্ষক, সদগুরুকে স্মরণ করতে হবে। এখানে বাচ্চাদের সম্মুখে থাকার অনুভব হয়। আমরা হলাম আত্মা, এই শরীর দ্বারা পার্ট প্লে করি। বাবা আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। আমরা বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হওয়ার পুরুষার্থ করি। বাবাকে স্মরণ করতে করতে বাবার কাছে ফিরে যাব। ভালো ভালো সন্ন্যাসী এমনই বসে বসে শরীর ত্যাগ করে। তারা ভাবে আমরা আত্মারা গিয়ে ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাব। সবাই মোক্ষ বা মুক্তির জন্যেই পুরুষার্থ করে কারণ সংসারে অনেক দুঃখ আছে, তাই মোক্ষ বা মুক্তি চায়। তারা এই কথা জানেনা যে দুনিয়ার চক্র ঘুরছে। আমাদের এই পার্ট অবশ্যই অবিনাশী হওয়া উচিত।

তোমাদের বুদ্ধি জিনের মতন হওয়া উচিত। জিনের গল্পে বলা হয় না - আমাকে কাজ দাও, নাহলে খেয়ে নেব। তখন তাকে কাজ দেওয়া হল - সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠো আর নামো। তোমাদেরও বাবা বলেন আমার সঙ্গে বুদ্ধিযোগ লাগাও, নাহলে মায়া রূপী জিন গ্রাস করবে। মায়া হল জিন, যোগ লাগাতে দেয়না। ভালো ভালো বাহাদুর বাচ্চাদেরও মায়া কাঁচা খেয়ে নেয়। তোমরা জানো - বাবা শেখাতে এসেছেন। বলেন - বাচ্চারা, এখন সম্মুখে এসেছি, এখন আমায় স্মরণ করো, নাহলে মায়া জিন গ্রাস করবে। এই কাজ দেওয়া হয় তোমাদের কল্যাণের জন্যে। তোমরা বিশ্বের মালিক হবে। নিজেকে আত্মা ভেবে শরীরের ভান ত্যাগ করতে হবে। সন্ন্যাসী অর্থাৎ দেহ সহ সম্পূর্ণ সন্ন্যাস। যদিও নিজেকে আত্মা ভাবতে হবে। তোমরা জানো জ্ঞান ও যোগবলের দ্বারা বাবা আমাদের সেই দেবী-দেবতায় পরিণত করছেন। রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে। এ হল রাজ যোগ। এইসব কথা শাস্ত্রে লেখা নেই। পাণ্ডব এত রাজযোগ শিখেছে তাতে কি হয়েছে ? ব্যস, পাহাড়ে গিয়ে গলে মরেছে ? তাহলে কিভাবে জানা যাবে যে রাজত্ব স্থাপন হয়েছে কিভাবে ? এখন এইসব কথা তোমরা বুঝতে পারো। বাবা বলেন এখন আমায় স্মরণ করো এবং ট্রাস্টি রূপে শ্রীমৎ অনুসারে চলো। প্রতিটি কথায় পরামর্শ নিতে থাকো। বাচ্চাদের বিয়ে দেবে, বারণ করা থোড়াই করা যাবে । প্রত্যেকের হিসাব নিকেশ হল আলাদা। বাচ্চারা যে যেরকম হয় তাদের হিসাবের খাতা দেখে পরামর্শ দেওয়া হয়। যদি বলে বাচ্চাদের বিয়ে দিতে হবে তা দাও। তোমাদের কাছে টাকা পয়সা আছে তো বাড়ি তৈরি করতে চাও, তো কর। কোনো বারণ নেই। বাড়ি ইত্যাদি তৈরি করে বাচ্চাদের বিবাহ ইত্যাদি সম্পন্ন করো, হিসেব নিকেশ মেটাও।

এখন বুঝতে পারছ কে ভালো পদের অধিকারী হবে। কত কঠিন। এর জন্যে দূরদৃষ্টি বুদ্ধি চাই। রাজত্ব প্রাপ্ত করা - কোনো কম কথা নয় ! দায়দায়িত্ব যা কিছু আছে মিটিয়ে ফেলো, সন্তানাদিদের হিসেব মিটিয়ে নাও। কারোর সঙ্গে হিসেব আছে, ঋণ আছে তো প্রথমে মেটাও। এইসব বিষয়ও ভালো

করে বুঝতে হবে । কন্যাদের কোনো দায় দায়িত্বের বোঝা থাকে না। ক্রিয়েটরকে সব কাজ শেষ করতে হয়। তারপরেই বাবা উত্তরাধিকারী করতে পারবেন। মায়া খুব ভালো রকম পরীক্ষা করবে। কিন্তু তোমরা এই কথাও বোঝো যে বাবা তো হলেন খুব মিষ্টি । সবাইকে পবিত্র করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। এমন বাবার সঙ্গে ভালোবাসা থাকা উচিত। মিষ্টি হলেন কিনা। সত্যযুগে অপার সুখ আছে তাই স্বর্গকে সবাই স্মরণ করে। কেউ মরলে বলা হয় স্বর্গে গেছে। নাম টাও কত মিষ্টি ! যা কিছু পাস্ট বা অতীতে হয়ে যায় ভক্তিমার্গে সেসবের খ্যাতি থাকে। সত্যযুগ-ত্রেতায় এমন কথা হয়না। সুতরাং বাবা জিন দের কাজ দিয়েছেন - নিজেকে আত্মা ভেবে আমায় স্মরণ করো, তা নাহলে মায়া রূপী জিন তোমাদের গ্রাস করবে। স্মরণ করতে হবে। আত্মা নিশ্চয় করে পিতাকে স্মরণ করতে হবে। হ্যাঁ, শরীর নির্বাহের জন্যে কর্ম তো করতেই হবে। ৮ ঘন্টা শরীর নির্বাহের জন্যে চাই কারণ তোমরা হলে কর্ম যোগী। তারপরে তোমরা পুরুষার্থ করো। ৮ ঘন্টা সময় নিজের পুরুষার্থের জন্যেও বের করো। নিজেকে এমন ভাবো - আমরা বাবার আপন হয়েছি। এই শরীর টি তো হল পুরানো, এর প্রতি মমত্ব মিটে যাবে। মিটতে-মিটতে, স্মরণ করতে-করতে যদি কারো মমত্ব থেকে যায় তাহলে রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত হবেনা। বিশ্বের মালিক হতে পরিশ্রম চাই।

বাবা এসেছেন দুঃখ ধাম থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে তাই ওঁনাকে লিবারেটর ও গাইড, পতিত-পাবন বলা হয়। পান্ডা-ও হলেন তিনি। বোঝাতে হবে রাবণ রাজ্যের বিনাশ ও রামরাজ্যের স্থাপনা করতে বাবাকে আসতে হয়। তিনি-ই শান্তির স্থাপনা করেন, ওঁনার সাহায্যকারীদের শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হয়। শান্তি স্থ্যাপন করেন যিনি, তিনি শান্তিপূর্ণ রাজ্য প্রদান করেন। তিনি হলেন মোস্ট বিলাভেড বাবা যিনি আমাদের কল্প কল্প বর্সা প্রদান করেন, শ্রীমৎ অনুসারে যত চলবে তত শ্রেষ্ঠ হবে। তোমরা জানো আমরা শ্রী শ্রী-এর কাছে শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণে পরিণত হই। ২১ জন্মের জন্যে সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা , বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১ ) দূর দৃষ্টি ধারী হয়ে কর্ম বন্ধন শেষ করতে হবে। কোনও হিসাব নিকেশ বা ঋণ থাকলে সেসব মিটিয়ে হালকা হয়ে উত্তরাধিকারী রূপে ফিরতে হবে।

২ ) কর্ম যোগী হয়ে কর্মও করতে হবে, তার সাথে ৮ ঘন্টা পুরুষার্থ করতে হবে। সবার প্রতি মমত্ব অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে।

বরদান : - নিজের অনাদি স্বরূপে স্থিত হয়ে সর্ব সমস্যার নিবারণকারী একান্তবাসী ভব

ব্যাখা: আত্মার স্বধর্ম, সুকর্ম, স্ব-স্বরূপ এবং স্বদেশ হল শান্ত। সঙ্গম যুগের বিশেষ শক্তি হল সাইলেন্সের শক্তি। তোমাদের অনাদি লক্ষণ হল শান্ত স্বরূপ থাকা এবং সর্বকে শান্তি প্রদান করা। এই সাইলেন্সের শক্তিতে বিশ্বের সর্ব সমস্যার নিবারণ নিহিত আছে। শান্ত স্বরূপ আত্মা একান্ত বাসী হওয়ার জন্যে

সদা একাগ্র থাকে এবং একাগ্রতা দ্বারা পরীক্ষণ শক্তি বা নির্ণয় শক্তি প্রাপ্ত হয় যা ব্যবহার বা পরমার্থ দুয়ের সর্ব সমস্যার সহজ সমাধান করে।

স্লোগান : – নিজের দৃষ্টি, বৃত্তি ও স্মৃতির শক্তি দ্বারা শান্তির অনুভব করানোই হল মহাদানী হওয়া।